দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 08 OCT 1993
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

সুস্থ শিক্ষা জীবন চাই

দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সন্ত্রাস আশংকাজনকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় হতে শুরু করে মফস্বলের কলেজটিতেও আজ সন্ত্রাসীদের পদচারণা। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে বিদ্যমান ছাত্র সংগঠনগুলোর সহিংসতায় ৪ জন ছাত্র প্রাণ হারিয়েছে। ১৯শে সেপ্টেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষে ছাত্রমৈত্রীর নেতা জুবায়ের চৌধুরী রিমু মারা যায়। এই হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ও প্রতিক্রিয়ায় দেশের বিভিন্ন স্থানে পরবর্তী হত্যাকান্ডগুলো ঘটে। ২০শে সেপ্টেম্বর খুলনায় ২ জন ছাত্র নিহত হয়। ২২শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে ১জন ছাত্র খুন হয়। নারায়ণগঞ্জ মহিলা কলেজের অধ্যক্ষাকে নাজেহাল, একটি ছাত্র সংগঠনের সমর্থনে ছাত্রীদের ফেনী প্রেসক্লাবে হামলা ঘটনা সন্ত্রাসে নূতন নূতন মাত্রা সংযোজন করছে।

সন্ত্রাস প্রতিরোধে সভা, সমাবেশ, সেমিনার, কর্মবিরতি, ধর্মঘট পালন এবং রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি ছাড়াও বিশেষ সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও রিমু, হালিম, আমান ও খায়েরের নৃশংস হত্যাকান্ড দেশবাসীকে স্তম্ভিত ও হতাশ করেছে। গত ১৫ই সেপ্টেম্বর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়ে জাতীয় সংসদে সরকার ও বিরোধীদলীয় সদস্যদের মধ্যে ৪ ঘন্টাব্যাপী তুমুল বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এর ঠিক ৪ দিন পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র নিহত হওয়ার ঘটনায় জাতীয় সংসদে ৫ ঘন্টাব্যাপী আলোচনা চলে। সংসদে রাজশাহী, বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার দিন অর্থাৎ গত ২০শে সেপ্টেম্বর খুলনায় সংঘর্ষে ২ জন ছাত্র নিহত হয়। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় দেশের ৪ টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী ঘটনা বেশী ঘটেছে। ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠার পর স্বাধীনতার ('৭১) পূর্বপর্যন্ত ৫০ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনায় ৩ জন নিহত হয়। স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংগঠনগুলোর পারস্পরিক সংঘর্ষে ৪১জন নিহত হয়। সংগঠনগুলোর অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রতিপক্ষকে দমন, চাঁদা আদায় এবং প্রেম সংক্রান্ত ঘটনার নির্মম পরিণতি এই ছাত্র হত্যা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতিতে হত্যার সূত্রপাত ঘটে ১৯৪২ সালে। এ সময়ে তৎকালীন মুসলিম লীগের ছাত্র নেতা-প্রতিপক্ষের হাতে নিহত হয়। ১৯৬৮ সালে ফজলুল হক হলের আবাসিক ছাত্র সাইদুর রহমান ওরফে 'পাঁচ-পান্ডু'কে হত্যা করা হয়। ১৯৬৯ সালে ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতা আব্দুল মালেক নিহত হয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮০ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সংঘর্ষে ১৭ জন প্রাণ হারিয়েছে। এ ছাড়াও বোমা বহন করতে বিস্ফোরণে একটি সংগঠনের ২ জন এবং বোমা তৈরী করতে ২ জন কর্মী নিহত হয়। ১৯৮০ সালের সংঘর্ষে ১জন, '৮২তে ৪ জন, '৮৬তে ২ জন, '৮৮তে ২জন '৮৯ তে ১ জন, '৯০ ও '৯২ তে ৪ জন এবং ১৯৯৩ সালে ৬ জন ছাত্র নিহত হয়। এসব সংঘর্ষে সহস্রাধিক ছাত্র আহত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হয়। সংঘর্ষগুলো হয়েছে ছাত্রশিবির, ছাত্রদল, ছাত্র মৈত্রী, ছাত্রলীগ (বা-ফ), ছাত্রলীগ (ম-ই), ছাত্র ইউনিয়ন এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে। হাত-পায়ের রগ কাটা, মাথার কুড়ালের কোপ মারা, হাত পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার মতো মধ্যযুগীয় বর্বরতা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংঘর্ষের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বিগত কয়েকটি সংঘর্ষে একটি ছাত্র সংগঠন কর্তৃক এলোপাতাড়িভাবে হাত-পায়ের রগ কেটে দেয়ার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রকে পঙ্গুত্ব বরণ করতে হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯০ সালের ২২শে ডিসেম্বর ইসলামী ছাত্র শিবিরের সঙ্গে এক সংঘর্ষে প্রতিপক্ষ সংগঠনের ফারুকুজ্জামান ও শোয়েব আহমদ খান মারা যায়। সংঘর্ষে ৩০জন শিক্ষক-শিক্ষিকাসহ ২ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মচারী আহত হয়েছিলেন। ১৯৮৬ সালের ২৪শে নভেম্বর ছাত্রশিবির ক্যাম্পাসে আতর্কিতে হামলা চালিয়ে কর্মকর্তা সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। রাজশাহী ও খুলনার ঘটনার পর ছাত্রলীগ (ম-ই) কর্মী আবুল খায়ের নিহত হয় এবং ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক হিলালী ছুরিকাঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়। নিজ সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদ এবং প্রতিক্রিয়া ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণকরা সহজেই প্রদর্শন করতে পারে।

ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে ছোট এবং দেশের একমাত্র আবাসিক মর্যাদার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ১৯৭২ সাল থেকে পুরোপুরি শুরু হয়। ক্যাম্পাসের সংঘর্ষের জের হিসেবে ১৯৭২-৭৩ সালের জন্য নির্বাচিত জি.এস রোকন নারায়ণগঞ্জে গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা যান। রোকন জাসদ ছাত্রলীগ থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এসময়ে ক্যাম্পাসে আওয়ামী ছাত্রলীগ ও জাসদ ছাত্রলীগ প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠন চিহ্নিত ছিল। ১৯৭৩ সালে ডাকসু নির্বাচনের দিন ব্যালট বাক্স ছিনতাইকালে সংঘর্ষে সাবেক ভিসি প্রফেসর কাজী সালেহ আহমদ গুলীবিদ্ধ হন। ১৯৭৪-৭৫ সালে নির্বাচিত জাকসু ভিপি আলবেরুনী সম্প্রসারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র সংগঠন। এসময়ে ক্যাম্পাসে শিক্ষকদের 'গ্রুপ পলিটিরে' তৎপরতা দেখা যায়। বহিষ্কারের প্রতিবাদে মিছিল, সমাবেশ এবং ব্যাপক ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। অবশেষে ছাত্রদলের 'আমরণ অনশন' কর্মসূচীর ২য় দিনে তথ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সাবেক ভিসি প্রফেসর কাজী সালেহ আহমেদ নিজ ক্ষমতাবলে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করেন। গত জুন মাসে সিন্ডিকেট ছাত্রদল নেতাকে দ্বিতীয় দফায় ৩ বছরের জন্য বহিষ্কার করে। এর প্রতিবাদে গত ২৯শে জুলাইয়ের নজীরবিহীন ঘটনাটি ঘটে। একদল 'ছাত্রদল নেতা-কর্মী'র বিরুদ্ধে শিক্ষক প্রহারের গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। গত ২৯শে জুলাইয়ের ঘটনায় ১০জন শিক্ষক আহত হলে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেন এবং ২১ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন আইনের আওতায় মামলা দায়ের করেন। ছাত্রদের পক্ষ থেকেও ১০জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ ইতিমধ্যে জাকসুর সাবেক ভিপি লিটনসহ ৬ জনকে গ্রেফতার হলগুলো দখল করে নেয়। এই হামলায় তৎকালীন সরকারী ছাত্র সংগঠনের নেতা আব্দুল হামিদের হাত কাঁধ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। তখন থেকে অদ্যাবধি ক্যাম্পসে সংগঠনটির একক আধিপত্য। ১৯৯২-র ২১শে ফেব্রুয়ারী চাকসু আয়োজিত অনুষ্ঠানে অতিথি বক্তা জাকসুর জি.এসকে মঞ্চ থেকে নামিয়ে নাজেহাল করা হয়। প্রতিপক্ষ ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীকে হুমকি, হয়রানি, প্রহার, হল থেকে বের করে দেয়া ক্যাম্পাসের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সম্প্রতি চাকসুর ১৩জন ভবনের (বর্তমান ফজিলেতুন্নেসা হল) সম্মুখে গুলীবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান। মোজাম্মেল আওয়ামী ছাত্রলীগের কর্মী ছিলেন। ১৯৮৯ সালের ১৫ই আগষ্ট ছাত্র শিবির কর্তৃক ছাত্রদল কর্মী হাবীবুর রহমান কবীর নিহত হয়।

১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে আলবেরুনী হলের প্রাধ্যক্ষ ডঃ গোলাম হোসেনের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগে ২ জন ছাত্রদল নেতাকে বিশ্ববিদ্যালয় হতে বহিষ্কার করা হলে ক্যাম্পাস উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। উল্লেখ্য, ছাত্রদল জাহাঙ্গীরনগর করেছে। অনির্ধারিত বন্ধের ২ মাস অতিবাহিত হয়েছে। সম্প্রতি শিক্ষাঙ্গন সম্পর্কিত বিশেষ সংসদীয় কমিটির সভায় শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার ও ২১ জন ছাত্রকে গ্রেফতারের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এদিকে শিক্ষকবৃন্দ তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের পুলিশী রিপোর্ট প্রত্যাখান করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পূর্বশর্ত হিসেবে শিক্ষকবৃন্দ ২১জন ছাত্রকে গ্রেফতার এবং শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা বাতিলের দাবী জানিয়েছেন। □ জুলফিকার হায়দার

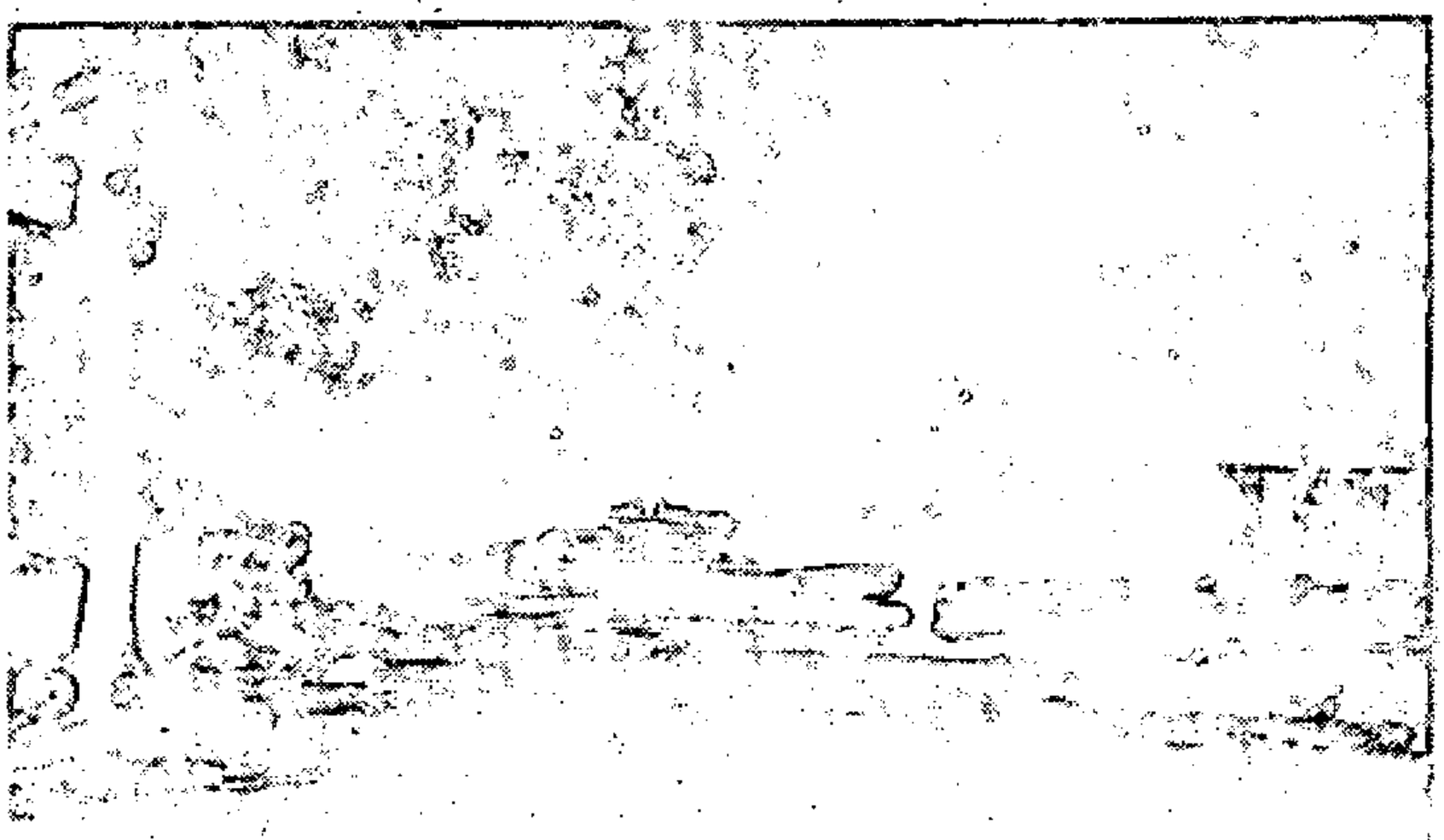

কথা ছিল নিত্যদিন ছাত্র-ছাত্রীদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে উঠবে এই পথ। কিন্তু পালাক্রমে সংঘর্ষে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম স্তব্ধ। দু'একজন পথচারীর পদচারণা ছাড়া এ পথ জনশূন্যই থাকছে প্রতিদিন -ইত্তেফাক